অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-১)-৪৭৬

তারিখঃ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ২৮ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৬৫৩ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

প্রাপক : ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র-৩

বিষয় : **দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এলাকা, ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত, পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান, নির্বাচনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জেলার বাইরে বদলীর আদেশ স্থগিত সম্পর্কিত পরিপত্র জারী ইত্যাদি**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ পরিপত্রে উল্লিখিত কাজগুলো প্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

২। **নির্বাচনি এলাকা:** নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনি এলাকা পুনঃনির্ধারণ করে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০৩ জুলাই ২০১৩ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। গেজেটে উল্লিখিত নির্বাচনি এলাকার ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র নির্মাণ, ভোটার তালিকা উপযোগীকরণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। **ভোটকেন্দ্র:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচি অনুসারে ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করা এবং ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত।

৪। **ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তকরণ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একটি ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। উক্ত সংরক্ষিত ভোটকেন্দ্রের তালিকা কমিশন প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে ভোটগ্রহণের অন্যূন ২৫ দিন পূর্বে চূড়ান্ত করতঃ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন।

৫। **চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের কোন কেন্দ্র কোন প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণে বা বাড়ি সংলগ্ন কিনা তা অবহিতকরণ:** ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হলেও এমনকি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও আদেশের ৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে চূড়ান্ত তালিকায় উল্লিখিত কোন ভোটকেন্দ্র কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত হলে তা জরুরি ভিত্তিতে কমিশনকে জানাতে হবে। প্রার্থিতা

প্রত্যাহারের পর প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার সকল ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে পুংখানুপুংখভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে কমিশনে মতামত প্রেরণ করতে হবে।

৬। **ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত:** ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুতের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ১৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৬.১২.৪৩৬ (**পরিশিষ্ট-ক**)-এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তদনুযায়ী সকল কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে।

৭। **পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গের পোস্টাল ব্যালট- এর মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছেঃ

(ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ;

(খ) কোন ব্যক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট দেয়ার অধিকারী সে কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন;

(গ) বাংলাদেশী ভোটার বিদেশে বসবাস করলে।

[গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর সংশ্লিষ্ট অংশের কপি **পরিশিষ্ট-খ**]

৮। **পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের জন্য আবেদন:** ভোটদানের জন্য **(ক)** দফায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন ঘোষণার দিন হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিধি অনুসারে আবেদন করতে পারবেন এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকেও নির্বাচনি কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন করতে হবে।

৯। **আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর করণীয়:** রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর পরই সংশ্লিষ্ট ভোটারের নিকট একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং তৎসংগে একটি খাম প্রেরণ করবেন। উক্ত খামের উপর ভোটার কর্তৃক যথারীতি পূরণকৃত খামটি ডাক বিভাগের উপযুক্ত কর্মকর্তার দ্বারা সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর মাধ্যমে ডাকযোগে প্রেরণের প্রত্যয়নসহ তারিখ উল্লেখ থাকবে। সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণ এবং চিঠির উপর এ সম্পর্কে রাবার স্ট্যাম্পের সিল ব্যবহার করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার সাথে সাথে ডাকযোগে ভোট দানের যোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করবেন এবং নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবেনঃ

(ক) যার নিকট ব্যালট পেপার প্রেরণ করা হবে তার নাম, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার নাম এবং ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বর ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে লিপিবদ্ধ করবেন।

(খ) উল্লিখিত ভোটার সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে যাতে ভোট প্রদান করতে পারেন তা নিশ্চিত করবেন।

(গ) ডাকযোগে ব্যালট পেপার প্রেরণ ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

১০। **নির্বাচনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জেলার বাহিরে বদলির আদেশ স্থগিতকরণ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পর হতে নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্ব স্ব কর্মস্থল হতে বদলী না করার বিধান রয়েছেঃ

(ক) বিভাগীয় কমিশনার;

(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(গ) জেলা প্রশাসক,

(ঘ) পুলিশ সুপার, অথবা

(ঙ) বিভাগ, জেলায় বা মেট্রোপলিটন এলাকায় কর্মরত তাঁদের অধীনস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

১১। **নির্বাচনে দায়িত্বঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৫ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আবশ্যকীয় কর্তব্য। নির্বাচনি সময়সূচি জারীর পর নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এর ৪(৩) ধারা অনুসারে নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বীয় চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন বলে বিবেচিত হবেন। উক্ত আইনের ৪(২) ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে পারবেন না বা বিরত রাখতে পারবেন না। এমতাবস্থায়, জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ বা উক্ত তারিখের পর আদেশের ৪৪ই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কোন কর্মকর্তাকে এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যানেলভুক্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রিটার্নিং অফিসারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বদলী করা যাবে না।

২৮-১১-২০১৩

(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১
ফোনঃ ৯১৮০৬৫৩

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-১)-৪৭৬

তারিখঃ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ২৮ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
১১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল রেঞ্জ)
১৩. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ...(সকল)
১৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

১৮. পুলিশ সুপার, ...(সকল)
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
২০. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ...(সকল)
২৬. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২৮. অফিসার ইনচার্জ, ...(সকল)
২৯. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরী

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৬.১২.৪৩৬ তারিখঃ ১৩ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ

বিষয় : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তার প্যানেল প্রস্তুত ও অন্যান্য কাজে তালিকা প্রণয়ন

উপর্যুক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছে যে, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত এবং অন্যান্য দায়িত্ব প্রদানের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের তালিকা সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

২। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্যানেল প্রস্তুতের জন্য প্রাথমিক কার্যক্রমঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক একটি প্যানেল প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে। রিটার্নিং অফিসার তাঁর আওতাধীন জেলা/মেট্রোপলিটনভুক্ত এলাকার স্থাপিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের নিকট হতে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা অর্থাৎ প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে যে যে গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারি প্রয়োজন তার প্যানেল প্রস্তুতের জন্য লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের তালিকা সরবরাহ করতে নির্দেশ দিবেন। এ লক্ষ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে **জেলা প্রশাসকগণ** সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং প্রয়োজনবোধে বেসরকারি অফিস হতে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের তালিকা (স্কেলসহ) তাঁর কার্যালয়ে প্রেরণ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল অফিস/প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করবেন।

৩। **কতিপয় ব্যক্তিকে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত না করাঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে কোন প্রার্থীর অধীনে কোন সময় চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে না। তাছাড়া বিতর্কিত বা যে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি/ শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না বিধায় এ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৪। **প্যানেলে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণঃ** প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্যানেল প্রস্তুত করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। তাঁদের কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা, সততা, সাহস এবং নিরপেক্ষতার উপরই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্যানেল প্রস্তুতের সময় যথাসম্ভব তাদের পদমর্যাদা, জ্যেষ্ঠতা, বেতনস্কেল ও মূল বেতন বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজনে প্যানেলে অন্তর্ভুক্তদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি যেমন-তার শারীরিক, মানসিক অবস্থা, বয়স বা অন্য কোন কর্মব্যস্ততা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে তালিকায় চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

৫। **প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিমালাঃ** ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নরূপ ভাবে প্যানেলভুক্ত করতে হবে-

(১) প্রিজাইডিং অফিসারঃ

(ক) সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীর/প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা, ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা;

(খ) সরকারি/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার শিক্ষক, ক্ষেত্র বিশেষে ডেমনেস্ট্রেটর/কর্মকর্তা;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা, ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা;

(ঘ) সরকারি/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/সহকারি প্রধান শিক্ষক, ক্ষেত্র বিশেষে সিনিয়র শিক্ষক;

(ঙ) প্রয়োজনবোধে বেসরকারি ব্যাংক, বীমা অথবা নির্ভরযোগ্য যে কোন বেসরকারি অফিস প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কর্মকর্তা/কলেজ শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক/সহকারি প্রধান শিক্ষক/শিক্ষক।

(২) **সহকারি প্রিজাইডিং অফিসারঃ**

(ক) সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণীর/দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা;

(খ) সরকারি/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার ডেমনেস্ট্রেটর/কর্মকর্তা;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় শ্রেণীর/দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা;

(ঘ) সরকারি/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/সহকারি প্রধান শিক্ষক/সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষক;

(ঙ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

(৩) **পোলিং অফিসারঃ**

(ক) সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি;

(খ) সরকারি/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ/সমমানের মাদ্রাসার কর্মচারি;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি;

(ঘ) সরকারি/সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সমমানের মাদ্রাসার শিক্ষক/কর্মচারি;

(ঙ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক;

(চ) প্রয়োজনবোধে বেসরকারি ব্যাংক, বীমা অথবা নির্ভরযোগ্য যে কোন বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ শিক্ষক/কর্মচারি।

৬। **প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে তালিকা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ প্রদানঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে প্রতি ভোটকেন্দ্রে একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রতি ভোটকক্ষে একজন সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও দুই জন পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে অতিরিক্ত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া প্রতি জেলায় অথবা রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ফলাফল সংগ্রহ এবং নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারির প্রয়োজন হতে পারে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বেই সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের ভিত্তিতে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণ জেলা নির্বাচন অফিসারদের সহায়তায় প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্যাবলী সহ (নাম, পদবী, কর্মস্থল, বেতন স্কেল, মূল বেতন, নিজ জেলা ও উপজেলা/থানা এবং টেলিফোন নম্বর) কর্মকর্তা/কর্মচারিদের তালিকা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকাভুক্ত নির্বাচনি এলাকার জন্য আলাদা প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা যৌথভাবে জেলা নির্বাচন অফিসারের সহায়তায় প্যানেল প্রস্তুতের কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিভাগীয় কমিশনারকে প্রদান করবেন।

৭। **ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ** যেহেতু প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের দক্ষতার উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু উক্ত অফিসারদের জন্য নির্বাচন কমিশন নিবিড় **প্রশিক্ষণের** ব্যবস্থা করবেন। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করার পূর্বেই উক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীনস্থ নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে। এ লক্ষ্যে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শিক্ষকদের মধ্য হতে বাছাই করে যাদেরকে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। তবে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের জন্য যত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তার চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশী সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শিক্ষককে প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য এতদসংগে সংযুক্ত ছক-১ এর মাধ্যমে **২৫ নভেম্বর ২০১৩** তারিখের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে প্রদান করতে হবে।

৮। **প্যানেল প্রস্তুত চূড়ান্ত করে তথ্য প্রেরণঃ** দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারী হওয়ার সাথে সাথে উক্ত তালিকা হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাম অন্তর্ভুক্ত করে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে। নির্বাচনি সময়সূচি জারী হওয়ার পর ৩(তিন) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন অফিসারগণকে এতদসংগে সংযুক্ত ছক-২ এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৯। **অন্যান্য কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য তালিকা প্রস্তুতঃ** ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের প্যানেল ছাড়াও রিটার্নিং অফিসারের/ জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফলাফল, পরিস্থিতি প্রতিবেদন সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে এবং সহকারি রিটার্নিং অফিসার/উপজেলা/থানা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষে উক্তরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারিদের একটি আলাদা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদেরকেও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ সংক্রান্ত তথ্য ছক-৩ এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১০। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারি সচিব
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪
intranet: sas_emc1

প্রাপকঃ

১. বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)
২. জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
৩. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল)

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৬.১২.৪৩৬ তারিখঃ ১৩ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৪. সচিব, ...(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
৫. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৬. যুগ্ম সচিব (আইন/নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-১ ও ২), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৯. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা/প্রাথমিক শিক্ষা/গণশিক্ষা/উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১১. মহাপরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী, ... (সকল অধিদপ্তর)
১২. চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ... (সকল) [আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত/প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক/বীমা/আর্থিক প্রতিষ্ঠান]
১৩. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল)
১৪. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)
১৫. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারি সচিব

সংশোধিত ছক-১

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

জেলার নামঃ ....

*সিটি কর্পোরেশনের নামঃ ....

উপজেলা/ থানার নাম	সম্ভাব্য প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা (১০% অতিরিক্ত সহ)	সম্ভাব্য সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে মনোনীত কর্মকর্তা/ কর্মচারির সংখ্যা (১০% অতিরিক্ত সহ)	সম্ভাব্য পোলিং অফিসার হিসেবে মনোনীত কর্মকর্তা/ কর্মচারির সংখ্যা (১০% অতিরিক্ত সহ)	শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত সহ মোট কর্মকর্তা/ কর্মচারির সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

....
জেলা প্রশাসক/জেলা নির্বাচন অফিসার

● সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য আলাদাভাবে তালিকা প্রয়োজন।

ছক-২

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার নিয়োগ সংক্রান্ত প্যানেলের তথ্য

জেলার নামঃ .....

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	ভোটকক্ষের সংখ্যা	প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	পোলিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সর্বমোট						

.....
জেলা প্রশাসক

.....
জেলা নির্বাচন অফিসার

রিটার্নিং অফিসার/জেলায় এবং সহকারি রিটার্নিং অফিসার/উপজেলা/থানায় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে অথবা এ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রস্তাবকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের তথ্য

জেলার নামঃ ....

ক্রমিক	নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	রিটার্নিং অফিসার/জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তাবকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা	সহকারি রিটার্নিং অফিসার/উপজেলা/থানা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তাবকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২	৩	৪
সর্বমোট			

....

জেলা প্রশাসক/জেলা নির্বাচন অফিসার

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারার উদ্ধৃতাংশ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদ

"27. *(1)* The following person may cast their votes by postal ballot in such manner as may be prescribed, namely:-

(a) a person referred to in sub-sections (3) and (5) of section 8 of the Electoral Rolls Act, 2009 (২০০৯ সালের ৬নং আইন);

(b) a person appointed for the performance of any duty in connection with an election at a polling station other than the one at which he is entitled to cast his vote; and

(c) a Bangladeshi voter living abroad.

(2) An elector who, being entitled to do so, intends to cast his vote by postal ballot shall-

in the case of a person referred to in sub-clause (a) of clause (1) within fifteen days from the date of the publication of the notification under Article 11, and

in the case of a person referred to in sub-clause (b) of that clause as soon as may be after his appointment,

Apply to the Returning Officer of the constituency in which he is an elector for a ballot paper for voting by postal ballot; and every such application shall specify the name of the elector, his address and his serial number in the electoral roll.

(3) The Returning Officer shall immediately upon the receipt of an application by an elector under clause (2) sent by post to such elector a ballot paper and an envelope bearing on its face a form of certificate of posting, showing the date thereof, to be filled in by the proper official of the Post Office at the time of posting by the elector.

(4) An elector on receiving his ballot paper for voting by postal ballot shall in the prescribed manner record his vote and after so recording post the ballot paper to the Returning Officer in the envelope sent to him under clause (3) with minimum of delay."

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারা

"৮। **অধিবাসী অর্থ**।-(১) অতঃপর ইহাতে ব্যবস্থিত বিধান ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি সচরাচর যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করেন কিংবা যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ী ভোগ দখল করেন কিংবা বসতবাড়ী ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মালিক হন তিনি উক্ত নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির একাধিক নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসতবাড়ীর দখল থাকিলে কিংবা বসতবাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা থাকিলে, ঐ ব্যক্তিকে, তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী, যে কোন একটি নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীরত থাকিলে বা কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তিনি, যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকায় চাকুরীসূত্রে সচরাচর বসবাস করেন সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী হিসাবে গণ্য হইবেন, যদি না তিনি অনুরূপ চাকুরীরত না থাকিলে বা অনুরূপ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে যে ভোটার এলাকার বা নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী থাকিতেন সেই এলাকার অধিবাসী হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য রেজিস্ট্রেশন অফিসার বরাবর আবেদন করেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী তাহারা যদি সচরাচর অনুরূপ ব্যক্তির সহিত বসবাস করেন তাহা হইলে তাহারা অনুরূপ ব্যক্তি যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের কোন জেলাখানায় বা অন্য কোন আইনগত হেফাজতে আটক থাকিলে, তিনি এইভাবে আটক না থাকিলে যে নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী থাকিতেন, সেই নির্বাচনী এলাকার বা ভোটার এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৬) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে বসবাস করিলে, তিনি সর্বশেষ যে নির্বাচনী এলাকায় বা ভোটার এলাকায় বসবাস করিয়াছেন অথবা তাহার নিজ বা পৈতৃক বসতবাড়ী যে স্থানে অবস্থিত ছিল বা আছে, তিনি সেই এলাকার অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন"।